মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যা ঃ ১১০ | বর্ষঃ ১৩ | জুন-২০১৮

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এর পঞ্চদশ সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ সচিবালয়ের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গত ৫ মার্চ ২০১৮ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের পঞ্চদশ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বোর্ডের সম্মানিত সভাপতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি সভাপতিত্ব করেন।

৫ মার্চ ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের পঞ্চদশ সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন,এমপি

সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যেতে হলে দেশের জনগোষ্ঠীকে মাদকাসক্তিমুক্ত দক্ষ, কর্মঠ ও সৃজনশীল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরও বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত "জিরো টলারেন্স" বাস্তবায়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস দমনে যেরূপ সাফল্য পাওয়া গেছে মাদক দমনেও একইভাবে সফল হতে হবে। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, মাদক ব্যবসা প্রতিরোধে ভারত ও মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশের মাদক উৎপাদক, ব্যবসায়ী/ চোরাকারবারীদের বিষয়ে তথ্য বিনিময় অব্যাহত রয়েছে। মাদক ব্যবসা নির্মূলে প্রতিবেশী দেশ দুটি সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। তবে দেশের ভেতরে মাদকের চাহিদা হ্রাসকল্পে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত কার্যকর প্রচার চালাতে হবে। এ লক্ষ্যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে বাজেট চাওয়ার জন্যও তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া তিনি আরও বলেন যে, মাদকের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সহায়তায় মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করে প্রচারের কাজটি চালানো যেতে পারে।

৫ মার্চ ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের পঞ্চদশ সভায় বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী

সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী বলেন যে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে জেলা সমূহকে 'এ' 'বি' ও 'সি' ক্যাটাগরিতে ভাগ করে প্রতি জেলায় কমপক্ষে ৪৬ জন জনবলের সমন্বয়ে দিয়ে নতুন ৮৫০৫টি পদ সৃজন, যানবাহন, অফিস সরঞ্জামাদি ও লজিষ্টিক বৃদ্ধিকরণসহ টেকনাফে বিশেষ জোন স্থাপনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া তিনি আরও বলেন,নোডাল এজেন্সি হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই।

৫ মার্চ ২০১৮ তরিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের পঞ্চদশ সভায় বক্তব্য রাখছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ

সভায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ বলেন যে, মাদকের বর্তমান ভয়াবহতা রোধকল্পে শতভাগ স্যানিটেশন কর্মসূচি, পোলিও মুক্ত কর্মসূচি, বাল্যবিবাহ নিরোধ কর্মসূচির ন্যায় বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় মাদকমুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও পাচারের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ প্রাঙ্গণে মাদকবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত মাদকবিরোধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ

গত ৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে পাবনা জেলার এডওয়ার্ড কলেজ প্রাঙ্গণে মাদকবিরোধী একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব রেজাউল রহিম লাল, এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. হুমায়ন কবির মজুমদার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব জাফরুল্ল্যাহ কাজল, পাবনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রফেসর শিবজিত নাগ ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জনাব ইবনে মিজান। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটির সভাপতি জনাব মো. জসিম উদ্দিন। স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব পারভীন আখতার।

সভায় প্রধান অতিথি বলেন যে, মাদকের বিরুদ্ধে সকলকে সোচ্চার থাকতে হবে। এছাড়া তিনি আরও বলেন, মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক সেবনকারীরা যাতে কোন দল বা সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

উক্ত সমাবেশে তিনি সকলকে নিজ নিজ পরিসর থেকে মাদক নিয়ন্ত্রণে ও উচ্ছেদে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য আহ্বান জানান। একজন মাদকসেবী একটি পুরো পরিবারকে ধ্বংস করে দিতে পারে। বর্তমানে যে সামাজিক বা পারিবারিক সহিংসতা লক্ষ্য করা যায় তার অন্যতম কারণ হলো মাদক।

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাসিক বুলেটিন

উপদেষ্টা : মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ
মহাপরিচালক

সম্পাদক : মুঃ নুরুজ্জামান শরীফ এনডিসি
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

সহ-সম্পাদক: দীপজয় খীসা
সহকারী পরিচালক (গঃ ও প্রঃ)

- সংখ্যা : ১১০
- বর্ষ : ১৩
- জুন : ২০১৮

৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত মাদকবিরোধী সমাবেশে উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে মাদকবিরোধী শপথ বাক্য পাঠ করান মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ

১৪ মার্চ ২০১৮ তারিখে শহীদ সামসুজ্জোহা পার্ক, মেহেরপুরে বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত মাদকবিরোধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ

১৪ মার্চ ২০১৮ তারিখে শহীদ সামসুজ্জোহা পার্ক, মেহেরপুরে বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত মাদকবিরোধী সমাবেশে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

২৪ তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য কলম্বো প্লানের Universal Treatment Curriculum অনুসরণে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও রিকভারি এডিক্ট এবং সমাজসেবকদেরকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় মাস্টার ট্রেইনার দ্বারা

ফিজিওলজি ও ফার্মাকোলজি কারিক্যুলাম এবং কনটিনিউয়াম অব কেয়ার বিষয়ের ওপর গত ২৭ মার্চ ২০১৮ হতে ০৫ এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিনব্যাপী ইকো প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

২৭ মার্চ ২০১৮ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ ২৪ তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং উদ্বোধন করেন

উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব সঞ্চয় কুমার চৌধুরী এবং চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখার পরিচালক জনাব মোঃ মফিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের চীফ কনসালটেন্ট ডা. সৈয়দ ইমামুল হোসেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, যারা ইতোমধ্যে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছেন তাঁদেরকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।

২৪ তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং এ অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের গ্রুপ ছবি

উক্ত প্রশিক্ষণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরাধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৮৪ টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মধ্য থেকে ২৩ জন মালিক বা পরিচালক অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

০৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ২৪ তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ

অপারেশনাল কার্যক্রম

মার্চ-মে/২০১৮ মাসে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযান সংক্রান্ত সংবাদচিত্র :

কক্সবাজারের ইয়াবা বিমানে ঢাকায়

সাড়ে ২৮০০০ ইয়াবা উদ্ধারসহ আটককৃত ব্যক্তিগণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় গত ৪ মার্চ ২০১৮ তারিখ রাতে টানা ৬ ঘন্টার ঝটিকা অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে মাহমুদুল হকসহ ৭ জনকে। তাদের কাছ থেকে জব্দ করা হয় সাড়ে ২৮ হাজার পিস ইয়াবা। গ্রেফতার অন্য ৬ জনের মধ্যে আশরাফুল আলম ওরফে প্রিন্স আইনজীবী। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তিনি গাজীপুর আদালতে আইন পেশায় নিয়োজিত। তবে আড়ালে ইয়াবা ব্যবসার মতো বেআইনি কাজ করে আসছিলেন। আসাদুজ্জামান বাবুল দৈনিক নওরোজ ও আমার কাগজ নামে দুটি পত্রিকার কথিত সাংবাদিক। আবু হানিফ ওরফে হানিফ মেম্বার ঢাকার দক্ষিণখান এলাকার একটি ওয়ার্ডের মেম্বার। অন্য তিনজন হলেন এনামুল্লাহ, ইকবাল হোসেন ও মোঃ মুজিব ইয়াবার বাহক।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বনানীতে মদ-বিয়ারসহ আটক ১

মদ-বিয়ার উদ্ধারসহ আটক ১

রাজধানীর বনানীতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মদ-বিয়ারসহ একজনকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, ঢাকা এর কর্মকর্তাগণ। আটককৃতের নাম মনির হোসেন (৩৫) এ সময় তার কাছ থেকে ১৩৩ বোতল বিভিন্ন ব্রান্ডের বিদেশী মদ ও ৩৬০ ক্যান বিয়ার উদ্ধার করা হয়। জব্দ করা হয় দুটি প্রাইভেট কার।

গত ২১ মার্চ ২০১৮ তারিখ বিকালে বনানীর ৮ নম্বর সড়কের ৭৪ নম্বর বাড়ির কার পার্কিংয়ের থাকা প্রোভোক ব্যান্ডের প্রাইভেটকারে অভিযান চালিয়ে মনির হোসেনকে আটক করা হয়। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাশের স্টেশন ওয়াগন ব্র্যান্ডের আরেকটি গাড়ি তল্লাশি করে মদ ও বিয়ারগুলো উদ্ধার করা হয়। আটককৃত মদ-বিয়ারের মূল্য আনুমানিক ৮ লাখ ৩৫ হাজার টাকা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, ঢাকা এর সুপার জনাব ফজলুল হক খান জানান, জিজ্ঞাসাবাদে মনির জানিয়েছে, মদ-বিয়ারগুলো ঢাকার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী হুমায়ুন কবির গাজীর (৪৫) এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তালিকাভূক্ত শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীও বটে। রাজধানীতে বিদেশী মদের একছত্র আধিপত্য তার। হুমায়ুন কবির গাজীর বিরুদ্ধে রাজধানীর গুলশান ও বনানী থানায় ৮টি মাদক মামলা রয়েছে। এর আগেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের হাতে আটক কবিরের এক কর্মী আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে তার নাম বলেছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, ঢাকা এর সুপার জনাব ফজলুল হক খান আরোও জানান, মনির এক সময় হকার ছিল ভোলার ছেলে কবির গাজী। পরে চাকরি নেয় ডিপ্লোমেটিক ওয়ার হাউজে। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। নিজেই হয়ে উঠেছেন শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী।

মনিরের দেয়া তথ্যমতে, গুলশান-বনানী এলাকায় মদ বিক্রয়ে ৩০ জন কর্মী রয়েছে হুমায়ুন কবির গাজীর বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গাড়ি রয়েছে ১৪/১৫টি। বিভিন্ন বিলাসবহুল ভবনের নিচে রয়েছে ভাড়া করা কার পার্কিয়ের স্থান। সেসব পার্কিং স্থান থেকেই নির্বিঘ্নে চলে তার মাদক ব্যবসা। গাড়িতে কূটনৈতিকদের নেমপ্লেটও ব্যবহার করে সে। মদ-বিয়ার মজুদ রাখে কূটনৈতিক কার্যালয়ে কর্মরত অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর বাসায়। ফলে ধরাছোয়ার বাইরে সে। তার কর্মী আটক হয়, জব্দ হয় মাদক। কিন্তু কবির গাজীর নাগাল পায় না কেউ।

শুধু মাদক ব্যবসা করেই ক্ষান্ত হননি কবির গাজী। নাম লিখিয়েছেন রাজনীতিতে। তিনি বর্তামানে বনানী থানায় বিএনপির সহসভাপতি। হকার থেকে এখন শতকোটি টাকার মালিক সে। নতুন বাজার কূটনৈতিক পাড়ায় নির্মাণ করছেন ১৫ তলা ভবন। গাজিপুরের সাইনবোর্ডে রয়েছে ৯ তলা ভবন। তিনি গুলশান, বনানী, বারিধারা, উত্তরাসহ রাজধানীর অভিজাত এলাকার একাধিক ফ্ল্যাটের মালিক বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

চট্টগ্রামের রিয়াজউদ্দীন বাজার এলাকা হতে ১০ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ৩

১০ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ৩

গত ২১ মে ২০১৮ তারিখে দুপুর দেড়টার দিকে চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালী থানাধীন রিয়াজউদ্দীন বাজার এলাকা থেকে ১০ হাজার পিস ইয়াবাসহ ৩ যুবককে গ্রেফতার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রো উপঅঞ্চলের কর্মকর্তাগণ। আটককৃত তিনজন হলেন, মিজানুর রহমান (৩০), মোঃ গিয়াসউদ্দীন (২৫) ও মোঃ কাউসার (৩০)।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

চট্টগ্রামে ১০ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ২

১০ হাজার পিস উদ্ধারসহ আটক ২

গত ০৬ মার্চ ২০১৮ তারিখ বিকেলে চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালী থানার রিয়াজউদ্দিন বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০ হাজার পিস ইয়াবাসহ ২ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল।

আটককৃতরা হলো, রিয়াজুদ্দিন বাজারের ভাই ভাই প্লাস্টিক হাউজের মালিক মোঃ সামসুদ্দিন (৩৩) ও বোয়ালখালি উপজেলার চরখিজির গ্রামের মোঃ সাইফুল ইসলাম (৩৮)।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব শামীম আহমেদ জানান, যতদূর জানা যায় তারা দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসায় জড়িত। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়।

রাজবাড়ীতে ২৫ লক্ষ টাকার হেরোইনসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

২৫২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধারসহ আটক ১

গত ১১ মার্চ ২০১৮ তারিখে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজবাড়ী এর কর্মকর্তাগণ অভিযান পরিচালনা করে জেলা সদরের শহীদওহাবপুর ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে ২৫২ গ্রাম হেরোইনসহ তালিকাভুক্ত শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী মোছাঃ শাপলা বেগম (২৮) কে গ্রেফতার করা হয়। তিনি ঐ গ্রামের মোঃ নীল চাঁদের স্ত্রী।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক রাজীব মিনা জানান, শাপলা একজন পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে রেইডিং টিম গঠন করে তার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় ২৫২ গ্রাম হেরোইনসহ তাকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধারকৃত হেরোইনের মূল্য প্রায় ২৫ লাখ ২০ হাজার টাকা।

ফরিদপুরে বিদেশি পিস্তলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

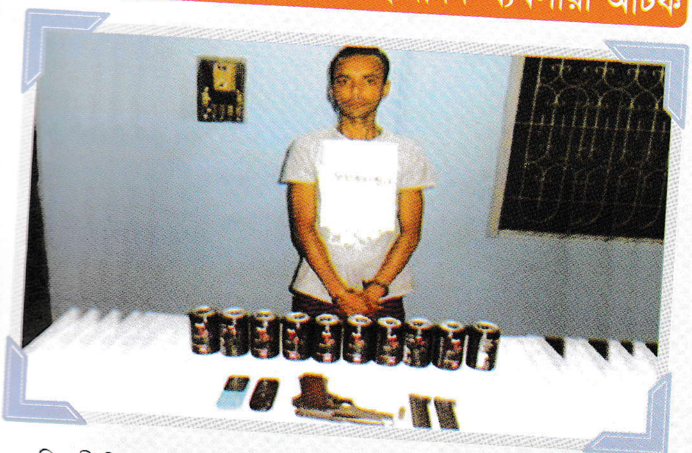

বিদেশী পিস্তল, গুলি, ম্যাগজিন ও ১০ টি বিদেশী বিয়ার উদ্ধারসহ আটক ১

গত ০৭ মার্চ ২০১৮ তারিখ সকাল ৮ টায় আটককৃত আসামীর নিজ বাড়িতে মাদক উদ্ধারে অভিযান চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, এক রাউন্ড গুলি, দুটি ম্যাগজিন ও ১০ টি বিদেশি বিয়ার উদ্ধার করা হয়। আটককৃত হলেন লিয়াকত সিকদার দক্ষিণ চরকমলাপুর জোড়া ব্রীজ সংলগ্ন ইসমাইল সিকদারের ছেলে। তার বিরুদ্ধে ফরিদপুর কোতোয়ালী থানায় অস্ত্র ও মাদক আইনে দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সুনামগঞ্জে ৫০ কেজি গাঁজাসহ ১টি মিনি পিকআপ গাড়ি আটক

উদ্ধারকৃত ৫০ কেজি গাঁজা

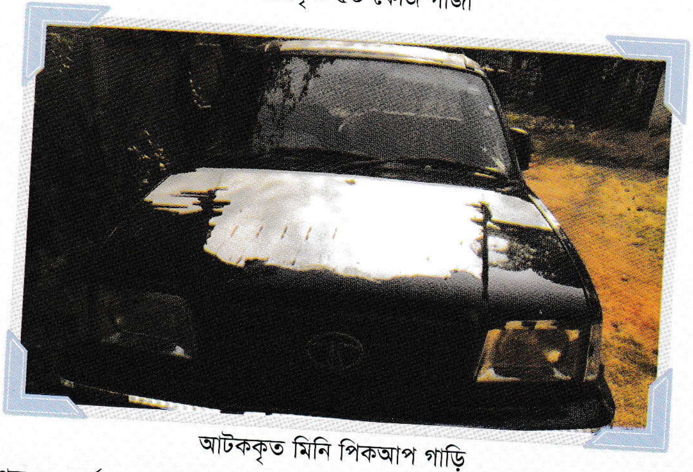

আটককৃত মিনি পিকআপ গাড়ি

গত ১৯ মার্চ ২০১৮ তারিখে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সুনামগঞ্জ কর্তৃক ছাতক থানাধীন ভাতগাঁও এলাকায় মাদকবিরোধী এক সফল অভিযান পরিচালনা করে ৫০ কেজি গাঁজাসহ ০১ টি মিনি পিকআপ গাড়ি আটক করা হয়।

চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গিবাজার ব্রিজঘাট এলাকা থেকে ৫৮০০ পিস ইয়াবাসহ আটক ২

৫৮০০ পিস ইয়াবাসহ আটক ২

গত ১৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ভোরে চট্টগ্রাম নগরীর কোতয়ালী থানার ফিরিঙ্গিবাজার ব্রিজঘাট এলাকার থেকে রশিদ আহম্মদ এবং ফরিদ আহম্মদ (৫২)

নামে দুজনকে গ্রেফতার করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মেট্রো উপঅঞ্চল। তারা ধর্মের লেবাস ধারণ করে ইয়াবা পাচার করে থাকে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব শামীম আহমেদ জানান, আটকের পর দুজনের কাছে ধর্মীয় পোশাক পরার কারণে জানতে চাওয়া হয়। তারা জানিয়েছেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যাতে সন্দেহ না করে সে জন্য তারা এই বেশ নিয়েছেন। গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

টেকনাফে ২০ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ১

২০ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ১

গত ০৯ মে ২০১৮ তারিখ সন্ধ্যায় কক্সবাজার জেলার টেকনাফে উপজেলাধীন এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি বিশেষ টিম অভিযান চালিয়ে ২০ হাজার পিস ইয়াবাসহ আব্দুর রহমান (২৬) নামের ১ মাদক ব্যবসায়ীকে হাতেনাতে আটক করা হয়। আটকৃকত যুবক হলেন, টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডস্থ নোয়াখালী পাড়ার মৃত হাজি সৈয়দ আহম্মদের ছেলে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রচারাভিযান

মার্চ-মে/২০১৮ মাসে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক সংবাদচিত্র :

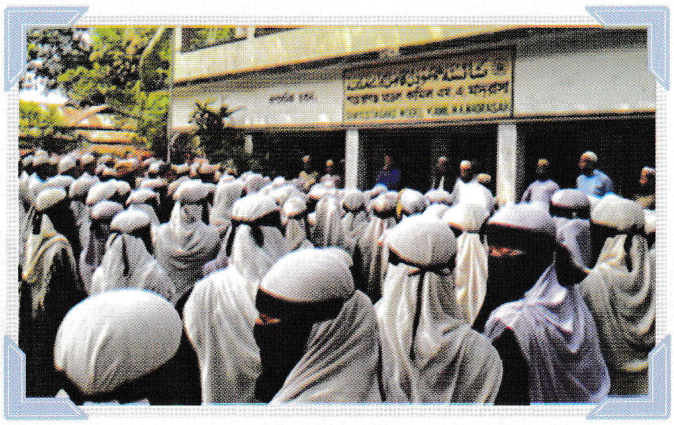

২৭ মার্চ ২০১৮ তারিখে শায়েস্তাগঞ্জ মডেল কামিল মাদ্রাসা, হবিগঞ্জে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রধান করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা

২২ মার্চ ২০১৮ তারিখে সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মাগুড়া জেলায় ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় বক্তব্য ও শপথ বাক্য পাঠ করান জনাব নাহিদ ফেরদৌস, সহকারী পরিচালক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মাগুড়া

০৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে বেতিলা হাইস্কুল এন্ড কলেজ, মানিকগঞ্জ জেলায় ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় বক্তব্য ও শপথ বাক্য পাঠ করান সহকারী পরিচালক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মানিকগঞ্জ

০৯ মে ২০১৮ তারিখে পোকখালী উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার জেলায় ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় বক্তব্য ও শপথ বাক্য পাঠ করান সহকারী পরিচালক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কক্সবাজার

মাদক চোরাচালান ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধে শিক্ষক, অভিভাবক, তরুণ সমাজ, পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের ভূমিকা

মোঃ মানজুরুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কুমিল্লা

(১ম সংখ্যার পর)

৯) পূর্ণআসক্তি সৃষ্টির আগেই একজন মাদকাসক্তকে পরিপূর্ণ সুস্থ করে তোলার লক্ষ্যে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অত্র তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কেউ মাদকাসক্ত থাকলে শিক্ষক ও তার অভিভাবকদের জানাতে হবে এবং মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করতে হবে।

১০) তরুণদের জন্য চিত্ত-বিনোদনের যথেষ্ট সুযোগ থাকা দরকার। সেক্ষেত্রে স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত বিতর্ক প্রতিযোগিতা, খেলাধূলার আয়োজন করা এবং মাঝে মাঝে শর্ট ফ্লিম ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা দরকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সাহিত্যে সংগঠন, নাট্য সংগঠন, ডিবেট ক্লাব ও সামাজিক কর্মকান্ডে তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা দরকার।

১১) মাদকবিরোধী পোস্টার, মাদকবিরোধী বই এবং মহৎ ব্যক্তিদের বই পড়ার প্রতি তরুণ সমাজকে আগ্রহী হতে হবে ও মহল্লায় মহল্লায় পাঠাগার গড়ে তুলে বই পড়ার প্রতি সকল শ্রেণীর জনগণের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

১২) তরুণ সমাজ অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীদের তথ্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে জানাতে পারে এবং মাদক ব্যবসায়ীদের ভয়াবহ শাস্তির কথা সকল স্তরের জনগণকে জানাতে পারে যাতে কেউ বিপথগামী না হয়।

১৩) আজকের তরুণ সমাজ আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারুণ্যে উদ্দীপ্ত তরুণ সমাজ মাদকের মরণ নেশা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে হবে এবং অন্যদেরকে মুক্ত রাখতে গণসচেতনতা কার্যক্রম চালাতে হবে।

মাদক ও পরিবহন মালিক এবং শ্রমিক সমাজ

২০১৩ সালের সার্ভে অনুসারে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ২১৬৪২.১৯৯ কিলোমিটার হাইওয়ে রয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে মূলত হাইওয়েতে চলাচলকারী বাস, পণ্যবাহী ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, রেলপথ এবং নৌপথে-পণ্যবাহী ট্রলার, লঞ্চ, স্টীমার, মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারের মাধ্যমে মাদক এক স্থান হতে অন্য স্থানে পাচার হয়ে থাকে।

সড়কপথে মাদকদ্রব্যের চোরাচালান এর কৌশল

১) দেশের অভ্যন্তরে চোরাচালানকৃত মাদকদ্রব্য পরিবহনের জন্য সবচেয়ে বেশি বাণিজ্যিক পণ্যবাহী ট্রাক, কাভার্ডভ্যান ব্যবহৃত হয়। এ সমস্ত ট্রাকে বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে গোপনে বস্তাভর্তি মাদকদ্রব্য পরিবহন করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে বাড়তি টাকা আয়ের নিমিত্ত ট্রাকের ড্রাইভার বা হেলপার অথবা উভয়ে জড়িত থাকে।

২) ট্রাকের মূল পাটাতনের নিচে ফলস্ পাটাতন তৈরি করে মাদক পাচার করা হয়ে থাকে। যানবাহনের বডির মধ্যে অনেক ফাঁকা জায়গা থাকায় সেখানে মাদক রেখে পাচার করা হয়ে থাকে।

৩) যাত্রীবাহী গাড়ীতে প্রায়ই মাদক পাচার করা হয়ে থাকে। মাদক ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যাগে মাদক সংরক্ষণ করে পাচার করে থাকে। তবে মাঝে মাঝে দেখা যায় গাড়ীর ড্রাইভার/ সুপারভাইজার/ হেলপারের সহযোগিতায় যাত্রী ছাড়াই ট্যাগ বিহীন মালামাল এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে মালামালের মধ্যে মাদক পাচার করা হয়ে থাকে।

৪) যে সমস্ত গাড়ী/ট্রাক/কাভার্ড ভ্যানের ড্রাইভার/ সুপারভাইজার/ হেলপার মাদক পাচারের সাথে জড়িত তারা যানবাহনের একাধিক ভুয়া নম্বর প্লেট ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার পর তাদের নম্বর প্লেট পরিবর্তন করে যাতে সুনির্দিষ্ট গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মাদক আটক করতে না পারে।

৫) মাদক ব্যবসায়ীরা যাত্রীবেশে নিজের শরীরের পা থেকে গলা পর্যন্ত বিশেষভাবে তৈরিকৃত চেম্বার সম্বলিত জ্যাকেট, বেল্ট বা পট্টি পরিধান করে ফেনসিডিল পাচার এবং গাঁজার প্যাকেট মোটা কস্টটেপ দিয়ে শরীরের সাথে পেঁচিয়ে এক স্থান হতে আন্য স্থানে পাচার করে থাকে। এরূপ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার পাচারের বিষয়টি অবহিত থাকে।

৬) ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপারের সহযোগিতায় যাত্রীবাহী কোচের ছাদে, সীটের তলায় এবং অত্যাধুনিক কোচে মাদক বহনের জন্য বক্স ও টুলবক্স ব্যবহার করা হয়।

৭) গাড়ীতে পরিবহনকালে কাঁচা/পাকা কাঁঠালের মধ্যে, নারিকেলের মধ্যে, কাঠের গুঁড়ির মধ্যে তৈরি করা ফাঁকা চেম্বারে, তরমুজের মধ্যে, গুড়ের গাদনে, কাপড়ের গাইটের মধ্যে, চাল, গম বা ভুট্টার বস্তায়, তেলের ড্রামের মধ্যে, ভুসি ও তুষের বস্তায়, কুমড়ার খোলের মধ্যে, আমের ঝুড়িতে, শাক-সবজির মধ্যে, ডিম ও কাঁকড়ার ঝুড়িতে, কফিন ইত্যাদির মধ্যে মাদক পাচার করা হয়ে থাকে।

৮) এম্বুলেন্সে রোগী বিশেষ করে মহিলাদের গর্ভবতী সাজিয়ে পেটের সাথে মাদক পেচিয়ে পাচার করা হয়ে থাকে।

রেলপথে মাদকদ্রব্যের চোরাচালানের কৌশল

১) রেলগাড়ীর বাথরুম, দুই বগির মাঝের স্থান, বগির কোনায় বিদ্যুৎ সংযোগ স্থান, বাথরুমের উপরের পানির ট্যাংক, বগির নিচে ফাঁকা স্থান, ছোট ছোট কুঠুরী তাক ইত্যাদি মাদক পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

২) রেলের রান্নাঘর, গার্ডরুম, ডাকগাড়ী, ইঞ্জিনরুম, চালকের কেবিন, ইত্যাদি স্থানে মাদক লুকিয়ে পরিবহন করা হয়। রেলকর্মীদের সাথে গোপন যোগসাজশে এরূপভাবে মাদক পাচার হয় মর্মে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টমিডিয়ার রিপোর্টে অভিযোগ পাওয়া যায়।

৩) মাদক চোরাচালান রুট এর নিকটবর্তী স্টেশনের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে রেলগাড়ী থামিয়ে মাদকের চালান রেলগাড়ীতে ওঠানো হয় এবং গন্তব্য এলাকার নিকটবর্তী রেল স্টেশনের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে, কখনও কখনও দুই স্টেশনের মধ্যবর্তী রেল লাইনের পাশে সুবিধাজনক নির্দিষ্ট স্থানে রেলগাড়ীর গতি শ্লথ হয়ে যায় এবং মাদক ব্যবসায়ীরা তখন রেলগাড়ী হতে মাদকের বস্তা বা পুটলি তাদের সঙ্গীদের নিকট নিক্ষেপ করে মর্মে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে রেলকর্মীদের সাথে মাদক ব্যবসায়ীদের যোগসাজশ রয়েছে মর্মে প্রায় সময়ই পত্রিকার রিপোর্টে অভিযোগ পাওয়া যায়।

নৌপথে মাদকদ্রব্যের চোরাচালানের কৌশল

১) নৌপথে চলাচলকারী পণ্যবাহী ট্রলার, নৌকা এবং Cargo Vessels মাদক পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

২) লঞ্চ ও স্টীমারযোগে মাদক পাচার অন্যতম একটি সহজ উপায়। লঞ্চের পাটাতনের নিচে মাল রাখার জায়গায় সাধারণত মাদক বেশি পাচার হয়ে থাকে।

৩) মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকা মাদক পাচারে ব্যবহৃত হয়।

আকাশপথে মাদকদ্রব্যের চোরাচালানের কৌশল

১) মাদক ব্যবসায়ীরা যাত্রীবেশে শরীরের বিভিন্ন অংগে বেধে মাদক পাচার করে থাকে

২) কনডম বা পলিথিনে কস্টটেপ পেঁচিয়ে মাদক ভরে গলাধঃ করণ করে মাদক পাচার করে থাকে।

৩) লাগেজ অথবা কার্গো বিমানে আমদানি/রপ্তানিকৃত মালামালের ভিতর মাদক রেখে পাচার করে থাকে।

মাদকের চোরাচালান ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পরিবহন মালিকদের ভূমিকা

১) বাণিজ্যিক পণ্যবাহী ট্রাক, কাভার্ড ভ্যানের মালিকদের সচেতন হতে হবে এবং যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালামাল পরিবহন করা হবে তাদের বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে হবে। ট্রাকের ড্রাইভার এবং হেলপারদের প্রতি নজরদারি রাখতে হবে যাতে তারা মালামালের সাথে মাদক পাচারে সহযোগিতা না করে।

২) ট্রাকের মূল পাটাতনের নিচে ফলস্ পাটাতন তৈরি করা আছে কিনা সে বিষয়ে মালিকদের মাঝে মাঝে চেক করা উচিত।

৩) যাত্রী ছাড়াই ট্যাগবিহীন মালামাল পরিবহন করা হতে গাড়ীর ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপারকে বিরত রাখার জন্য মালিককে ভূমিকা রাখতে হবে।

৪) গাড়ী/ট্রাক/কাভার্ড ভ্যানের ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার যাতে যানবাহনে একাধিক ভূয়া নম্বর প্লেট ব্যবহার না করতে পারে সেজন্য মালিককে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। মাঝে মাঝে গাড়ী চেক করে দেখতে হবে যানবাহনে কোনো ভূয়া নম্বর প্লেট রয়েছে কিনা।

৫) ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার মাদক পাচারের সাথে সহযোগী কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখতে হবে এবং নজরদাড়ি রাখতে হবে।

৬) এম্বুলেন্সে রোগী সাজিয়ে মাদক পাচার করতে না পারে সেজন্য প্রতিষ্ঠানকে নজর রাখতে হবে। কোন রোগী কোথায় যাচ্ছে সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানকে খোঁজখবর নিতে হবে এবং এম্বুলেন্সে আরোহণকারী প্রকৃতপক্ষে রোগী কিনা সেটা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

৭) ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার নিজে মাদকাসক্ত কিনা সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের নিয়োগ দেয়ার পূর্বে ডোপ টেস্ট করা যেতে পারে। ডোপ টেস্টে নেগেটিভ রিপোর্ট পেলেই তাদের নিয়োগ দেয়া বাঞ্ছনীয়।

৮) ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপারকে নিয়োগ দেয়ার পূর্বে তাদের অতীত ইতিহাস জেনে নিতে হবে। বিশেষ করে তারা কোনো মাদক মামলার আসামী কিনা।

৯) ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার মাদকাসক্ত হিসেবে চিহ্নিত হলে তাকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করাতে হবে।

১০) ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার-এর জন্য মাঝে মাঝে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মাদক গ্রহণের জন্য ব্যাকুলতা সৃষ্টি না হয়।

মাদকের চোরাচালান ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পরিবহন শ্রমিকদের ভূমিকা

১) বাণিজ্যিক পণ্যবাহী ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান এ বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে গোপনে বস্তাভর্তি মাদকদ্রব্য পরিবহন করা হয়ে থাকে। বাড়তি টাকা আয়ের নিমিত্ত ট্রাকের ড্রাইভার বা হেলপারকে এরূপ অনৈতিক ও অপরাধমূলক কাজ হতে বিরত থাকতে হবে।

২) মাঝে মাঝে দেখা যায় গাড়ীর ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপারের সহযোগিতায় যাত্রী ছাড়াই ট্যাগবিহীন মালামাল এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এরূপ মালামাল পরিবহন হতে নিজেদেরকে বিরত রাখতে হবে।

৩) গাড়ী/ট্রাক/কাভার্ড ভ্যানের ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপারকে যানবাহনে একাধিক ভূয়া নম্বর প্লেট ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে।

৪) ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপারকে বক্স ও টুলসবক্স মাদক বহনের সুযোগ প্রদান করা বন্ধ করতে হবে।

৫) এম্বুলেন্সে রোগী সাজিয়ে মাদক পাচার করা হতে বিরত থাকতে হবে।

৬) ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপারকে মাদক সেবন হতে দূরে থাকতে হবে। এদের মধ্যে কেউ মাদকাসক্ত হলে পরিবহনের মালিককে অবহিত করতে হবে এবং মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি হতে হবে।

৭) মাদক সেবনরত অবস্থায় যানবাহন চালালে যেকোনো সময় দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। মাদক সেবন করার পর ঝিমুনী এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখা দেয়। ফলে সহজেই দুর্ঘটনায় পতিত হয়।

৮) ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার যদি অনুধাবন করতে পারেন যে, তাদের যানবাহনে কোনো যাত্রী মাদকসহ ভ্রমণ করছেন তাহলে অনতিবিলম্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে জানাতে হবে।

৯) বাসস্ট্যান্ড ও এর আশেপাশে এবং বাস স্টপেজে মাদক পাওয়া গেলে তা অনতিবিলম্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে জানাতে হবে।

মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও অপব্যবহারের ফলে এ দেশের সামাজিক পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। মাদকের অপব্যবহার ক্রমবৃদ্ধির কারণে দেশের জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলাসহ সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। যানবাহনের ড্রাইভারদের একটা অংশ মাদকাসক্ত হওয়ায় প্রায়শঃই দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটছে, তেমনি পঙ্গুত্ব বরণ করেছে শত শত মানুষ। ফলে ঐ সমস্ত পরিবারের সদস্যরা অসহায় হয়ে পড়ছে। তরুণ সমাজ এবং ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার এর একটি অংশ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ায় তারা জড়িয়ে পড়েছে নানাবিধ অসামাজিক কর্মকান্ডে, বিনষ্ট হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা। মাদকের করালগ্রাস হতে বাঁচতে হলে মাদকমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। তরুণ সমাজ এবং পরিবহন মালিক-শ্রমিক একত্রে মাদকের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ালে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন, সমাজ এবং পরিবহন জগত মাদকাসক্তিমুক্ত করা সম্ভব এবং দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান হতে অন্য স্থানে মাদক পাচার প্রতিরোধ করা সহজতর হবে। আসুন, আমরা সকলে মিলে পরিবার হতে শুরু করে সকলস্তরে মাদকের বিরুদ্ধে সমবেত আন্দোলন গড়ে তুলি। ***(শেষ)***

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন: ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স: ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল: dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dnc.gov.com